সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৯৩
WEEKLY BOOKLET:293

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট

কাযা নামাযের

ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

উপস্থাপনায়
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা প্রশ্নাবলীর উত্তর সম্বলিত।

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট কাযা নামাযের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

জান্নাতে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট কাযা নামাযের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, মৃত্যু পর্যন্ত যেনো তার কোন নামায কাযা না হয় এবং তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পর হামদ ও সানা এবং দরূদ শরীফ পাঠকারীদেরকে ইরশাদ করেন: "দোয়া করো কবুল করা হবে, প্রার্থনা করো দান করা হবে।" (নাসায়ি, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: বেনামাযীর শাস্তি কী? ইরশাদ করুন?

www.dawateislami.net

উত্তর: বেনামাযীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো যে, সে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্য। **আল্লাহ পাক** কুরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সে এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করছে না। অনুরূপভাবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও বহুবার অসংখ্যবার নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সে এই নির্দেশও বাস্তবায়ন করছে না, তাই এটাই হলো তার দুর্ভাগ্য। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায বর্জন করবে, তবে তার জন্য জাহান্নামে একটি নির্ধারিত দরজা রয়েছে, যা দিয়ে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/২৯৯, হাদীস ১০৫৯০)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি নামায কাযা করে, তবে সে হাজার বছর জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৫৮) যাইহোক মুসলমানের সর্বাবস্থায় নামায কায়েম করা উচিৎ, বেনামাযী মানুষ কোন কাজের? শিশু বরং পরিবারের সকলকে নামাযের বলতে থাকা উচিৎ। যদি তারা নাও পড়ে তবে আমরা বলার (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত দেয়ার) সাওয়াব তো পেয়ে যাবো। তাছাড়া বারবার বলা ও বুঝানোর ফলে اِنْ شَآءَ الله নামায পড়ার তৌফিকও অর্জিত হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

আগে আমরা ব্লাকবোর্ডে ও দর্শনীয় স্থানে লেখা দেখতাম যে, "নামায কায়েম করো" এটা দেখে নামায আদায়ের মানসিকতা সৃষ্টি হতো যে, নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটি বর্জন করা উচিৎ নয় এবং আসলেই নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা যদি আমাদের কথাবার্তায় নামাযের কথা বলতে থাকি, তবে শ্রোতারা তা শুনে নামাযী হয়ে যাবে এবং اِنْ شَآءَالله মসজিদও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

(আমীর আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/২৪২)

প্রশ্ন: ওমরী কাযা পড়া কি জরুরী?

উত্তর: ওমরী কাযা আদায় করা ফরয। যার নামায কাযা হয়ে গেছে, তার তাওবা করার সঠিক পদ্ধতি হলো যে, সে তাওবার পাশাপাশি কাযা নামাযও আদায় করবে, অর্থাৎ যেসকল নামায কাযা হয়েছে তা সবই আদায় করে দিবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/২৭৩)

প্রশ্ন: কোন কোন নামাযের ওমরী কাযা হয়ে থাকে?

উত্তর: ওমরী কাযা শুধুমাত্র ফরয ও বিতরেরই হয়ে থাকে, এভাবে প্রতিদিন সর্বমোট ২০ রাকাত নামায হয়, ফজরের নামাযের দুই রাকাত, যোহরের নামাযের চার

www.dawateislami.net

রাকাত, আসরের নামাযের চার রাকাত, মাগরিবের নামাযের তিন রাকাত এবং ইশার চার রাকাত আর বিতরের তিন রাকাত। (মালফুযাতে আলা হযরত, ১২৫ পৃষ্ঠা) সুন্নাত ও নফলের কাযা হয় না। (জান্নাতী যেওর, ২৭৪ পৃষ্ঠা। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮/১৪৬-১৪৮)

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/২৭৪)

প্রশ্ন: দিনের কোন কোন সময়ে কাযা নামায পড়া যাবে?

উত্তর: তিনটি মাকরূহ সময় (সূর্যোদয়ের ২০ মিনিট পর পর্যন্ত, দ্বাহওয়ায়ে কুবরার (অর্থাৎ দ্বীপ্রহরের) সময়, সূর্যাস্তের পূর্বে শেষ ২০ মিনিট) এ সময়গুলো ব্যতীত যখন ইচ্ছা কাযা নামায পড়তে পারবে।

(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৫২) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৭/৩৩১)

প্রশ্ন: কাযা নামায কি ঘরে পড়া যাবে?

উত্তর: কাযা নামায ঘরেই পড়া উচিৎ। মসজিদে জনসম্মুখে এমনভাবে কাযা নামায আদায় করা জায়িয নেই যে, লোকেরা জেনে যাবে সে কাযা পড়ছে। (দুররে মুখতার, ২/৬৫০) তবে যদি প্রত্যেকের একই নামায কাযা হয় তবে তারা জামাত সহকারে নামায পড়তে পারবে। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৫৫)

www.dawateislami.net

একা কারো নামায কাযা হয়ে গেলো, তবে এখন অন্যরা তা যেনো না জানে, কেননা শরয়ী অপারগতা ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে নামায কাযা করা গুনাহ, তাই তা অন্যদের সামনে প্রকাশ করবে না। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৩৬৩)

প্রশ্ন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলে সময়মতো নামায আদায় করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। পূর্ববর্তী কাযা নামায দ্রুত আদায় করার জন্য হিসাব করার কোন সহজ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তর: কাযা নামায যত দ্রুত সম্ভব আদায় করা ওয়াজিব। (দুররে মুখতার, ২/৬৪৬) কাযা নামায শুধুমাত্র তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা হবে না, বরং কাযা নামায আদায়ের পর কাযা করার গুনাহ তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা হয়ে যাবে। যদি কেউ কাযা আদায় না করে শুধু তাওবা করে তবে এরূপ তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তার উপর এখনো গুনাহের দায়ভার অবশিষ্ট রয়ে গেছে। (দুররে মুখতার, ২/৬২৭) যদি কেউ অনেক বছরের কাযা নামাযের হিসাব করতে চায়, তবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সময় থেকে হিসাব করবে আর যদি প্রাপ্তবয়স্ক কখন হয়েছিলো তা জানা না থাকে, তবে হিজরী সন অনুসারে

www.dawateislami.net

পুরুষের জন্য ১২ বছর এবং মহিলার জন্য ৯ বছর বয়স থেকে নামাযের হিসাব করবে। ছেলেরা ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হয় পক্ষান্তরে মেয়েরা ৯ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কা হয়। শুধুমাত্র ফরয নামাযের কাযা আদায় করতে হবে এবং বিতরের তিন রাকাতের কাযা আদায় করতে হবে। এভাবে দৈনিক ২০ রাকাত নামায হয়।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮/১৫৪-১৫৭)

লোকমুখে এটা প্রসিদ্ধ যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের সাথে একটি নামায আদায় করবে, অথচ এমনটা নয়, ওয়াজিব হলো যে, দ্রুত সমস্ত নামায পড়ে দায়মুক্ত হওয়া। কাজেই জরুরী কাজকর্ম, উপার্জন, পানাহার ও ঘুম ইত্যাদি যা ব্যতীত মানুষ বাঁচতে পারে না, তাছাড়া যতটুকু সময় পাবে তবে এর মধ্যে কাযা নামায আদায় করবে, যাতে সে দায় থেকে অব্যাহতি পায়। **(দুররে মুখতার, ২/৬৪৬। বাহার শরীয়ত, ১/৭০৬, ৪র্থ অংশ) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৩৬৩)**

প্রশ্ন: সাহেবে তারতীব তার কাযা নামায কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর: যদি কেউ সাহেবে তারতীব হয়, তবে তাকে পরবর্তী নামায পড়ার পূর্বে পূর্ববর্তী নামায আদায় করতে

www.dawateislami.net

হবে। (বাহার শরীয়ত, ১/৭০৩) উদাহরণস্বরূপ; যদি কারো ইশার নামায কাযা হয়ে গেলো এবং তার উপর ছয় ওয়াক্ত নামাযের কম নামায কাযা রয়েছে, তবে তার উপর ফরয হলো যে, সে ফজরের নামায আদায় করার পূর্বে কাযা নামায আদায় করে নিবে, যদি সে কাযা আদায় করার পূর্বে ফজরের নামায পড়ে নেয় তবে ফজরের নামায হবে না। তবে ফজরের সময় যদি এতো কম হয় যে, যদি সে কাযা পড়তে দাঁড়ায়, সময় ফুরিয়ে যাবে তবে ফজরই পড়বে, কেননা এমতাবস্থায় ফজর পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই, তার ফজরের নামায আদায় হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭০৩) কিন্তু সেই কাযা নামাযগুলোর দায়ভার এখানো তার উপর বহাল থাকবে। যদি কারো ছয় ওয়াক্তের বেশি নামায কাযা থাকে, অর্থাৎ ষষ্ট নামাযের সময়ও অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে সে আর সাহেবে তারতীব থাকবে না, এখন তার জন্য অনুমতি রয়েছে চাইলে ঐ ওয়াক্তের নামায প্রথমে পড়বে অথবা জীবনের যে কোনো কাযা নামায প্রথমে পড়বে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭০৫) যাদের অনেকগুলো নামায কাযা হয়ে গেছে তারা Confused হবেন না যে, আমাদের কোনো নামাযই তো হয় না, বিষয়টা এমন নয়। যদি সে সাহেবে তারতীব না হয়, তবে নিজের ওয়াক্তি

www.dawateislami.net

নামাযের পাশাপাশি কাযাও নামায আদায় করতে থাকবে, কেননা এই কাযা নামাযগুলো দ্রুত আদায় করা ওয়াজিব।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/৪৩৮)

প্রশ্ন: যার উপর কাযা নামাযের দায় রয়েছে তার নফল নামায কি কবুল হবে?

উত্তর: যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির উপর ফরয নামাযের দায় থাকবে, ততক্ষণ কোনো নফল কবুল হবে না। যেমনটি আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার জগদ্বীখ্যাত কিতাব **"ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফ"** ১০ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন যে, যখন আমীরুল মুমিনীন সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অন্তীম মুহুর্ত এলো, আমীরুল মুমিনীন ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ডেকে বললেন: হে ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)! আলাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, **আল্লাহ পাকের** কিছু কাজ দিনের বেলায় রয়েছে, এগুলো রাতের বেলায় করলে কবুল হবে না আর কিছু কাজ রাতের রয়েছে, যেগুলো দিনের বেলায় করলে কবুল হবে না, আর সাবধান হও যে, কোনো নফল কবুল হবে না যতক্ষণ ফরয আদায় করে নিবে না।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৭১, নাম্বার ৮৩)

www.dawateislami.net

হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর **"ফুতুহুল গাইব"** কিতাবে এমন ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করেছেন যে ফরয ছেড়ে নফল আদায় করে, এভাবে বর্ণনা করেন: তার দৃষ্টান্ত এমন যে, যেমন কাউকে বাদশাহ তার সেবা করার জন্য ডেকেছে, সে সেখানে তো উপস্থিত হলো না এবং তার গোলামের খেদমত করতে থাকলো। তিনি আরো বলেন: যদি ফরয ছেড়ে সুন্নাত ও নফল আদায়ে লিপ্ত হয়, তবে তা কবুল হবে না এবং তাকে অপমান করা হবে। (ফুতুহুল গাইব, ১২০ পৃষ্ঠা)

হযরত শাইখ ইমাম শাহাবুল মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"আওয়ারিফ শরীফে"** হযরত খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে উদ্ধৃত করেন: আমি অবগত হয়েছি যে, **আল্লাহ পাক** কোন নফল কবুল করেন না, যতক্ষণ ফরয আদায় করা হবে না। **আল্লাহ পাক** এরূপ লোকদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন: তোমাদের উদাহরণ, ঐ অসৎ ব্যক্তির ন্যায়, যে ঋণ পরিশোধের পরিবর্তে উপহার প্রদান করে। (আওয়ারিফুল মায়ারিফ, ১৯১ পৃষ্ঠা) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত ফরযের দায় অবশিষ্ট থাকবে, কোনো নফল কবুল করা হবে

www.dawateislami.net

না। (মলফুযাতে আলা হযরত, ১২৬ পৃষ্ঠা) তবে হ্যাঁ! যখন সেই বান্দা উপর থাকা সমস্ত ফরয থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে, তখন **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে আশা করা যায় যে, তার নফলও কবুল হয়ে যাবে, কেননা নফল কবুলে যে প্রতিবন্ধকতা ছিলো তা দূর হয়ে গেছে। যেমনটি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: ঐ সবগুলোও কবুল হওয়ার আশা করা যায় যে, যেই অপরাধের কারণে তা কবুলের যোগ্য ছিলো না, যখন তা দূর হয়ে গেছে তখন তাও **আল্লাহ পাকের** অনুমতিক্রমে কবুলের মর্যাদা অর্জিত হয়ে গেছে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/১৮২)

একটি মাদানী অনুরোধ

এর জন্য মাদানী অনুরোধ হলো, যদি আপনার ফরয নামায ছুটে যায়, তবে নফলের স্থলে ছুটে যাওয়া নামাযগুলোই পড়ুন, যাতে যত দ্রুত সম্ভব হয় আপনি ফরযের দায় থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন, কেননা কাযা নামায নফলের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সদরুস শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'যমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কাযা নামায নফলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ যতক্ষণ নফল নামায পড়বে, তার পরিবর্তে

www.dawateislami.net

কাযা নামায আদায় করকে, যাতে দায়মুক্ত হয়ে যায়। তবে তারাবী ও ১২ রাকাত (ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত, যোহরের ৬ রাকাত সুন্নাত, মাগরিবের ২ রাকাত সুন্নাত, ইশার ২ রাকাত সুন্নাত) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছাড়বে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭০৬, ৪র্থ অংশ) খলীলে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ খলীল খান কাদেরী বারাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোকে বলেন: আর আশা রাখো যে, **আল্লাহ পাক** আপন দয়ায় কাযা নামাযের পাশাপাশি ঐ নফলের সাওয়াবও আপন গায়েবী ভান্ডার থেকে দান করে দেন, যেই সময়গুলোতে এই কাযা নামায পড়া হয়েছে। وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

(সুন্নী বেহেশতী যেওর, ২৪০ পৃষ্ঠা) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/৬৩)

প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি যদি নাপাক হয় এবং সে জানে না যে, সে নাপাক আর ঐ অবস্থায় যদি নামায পড়ে, তবে সেই নামাযের কী হুকুম হবে?

উত্তর: নাপাক অবস্থায় অর্থাৎ গোসল না করা অবস্থায় পড়া নামায হবেই না, তা পুনরায় পড়া আবশ্যক। (বাহারে শরীয়ত, ১/২৮২, ২য় অংশ) যদি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে

www.dawateislami.net

ফরযের কাযা করবে আর বিতরের ক্ষেত্রে এরূপ হলে তবে তাও কাযা করবে। সুন্নাত ও নফলের কাযা নেই।

(রদ্দুল মুখতার ও দুররে মুহতার, ২/৬৩৩) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/২৭৪)

প্রশ্ন: যদি ভ্রমণের সময় কাযা নামায পড়তে হয় তবে পরিপূর্ণ পড়বে নাকি কসর পড়বে? তাছাড়া আসর ও ফজরের কাযা নামায কি আসর ও ফজরের আযানের পূর্বে পড়া যাবে নাকি আযানের পরেই পড়তে হবে?

উত্তর: যদি নামায সফর অবস্থায় কাযা হয়ে থাকে, তবে চাই সফরে পড়ুক বা নিজ বাড়িতে (যেমন; নিজের শহরে) পড়ুক, কসরই পড়তে হবে, কেননা সেই নামায কসর অবস্থাতেই কাযা হয়েছিলো। তদ্রুপ যদি নিজের বাড়িতে নামায কাযা হয়, তবে তা সফরে আদায় করুক বা নিজের বাড়িতে আদায় করুক, পরিপূর্ণই পড়তে হবে। **(রদ্দুল মুহতার, ২/৬৫০)** ফজর ও আসরের কাযা পড়ার জন্য ফজর ও আসরের আযান দেয়া জরুরি নয়, ফজর ও আসরের সময় হওয়াও জরুরি নয়, বরং হুকুম হলো যে, যত দ্রুত সম্ভব কাযা নামায আদায় করা। **(দুররে মুখতার, ২/৬৪৬) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৫৬৬)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: ফজরের নামায কাযা হয়ে গেলো, তবে কি সেই কাযা নামায পরদিন ফজরের নামাযের সময় পড়তে হবে নাকি জীবনের যে কোনো সময় পড়া যাবে? তাছাড়া ফজরের কাযা নামাযের সাথে কি সুন্নাতও পড়তে হবে?

উত্তর: যদি ফজরের সুন্নাত ছুটে যায়, তবে এর কাযা নেই এবং তা কাযা না করার গুনাহও হবে না, কেননা কাযা শুধুমাত্র ফরযেরই হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ! যদি ফজরের কাযা হওয়া সুন্নাত পড়তে হয়, তবে সেদিনের সূর্যোদয়ের ২০ মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর ইশরাকের সময় থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত, এই সময়ে পড়া মুস্তাহাব। এর পর মুস্তাহাবও নয়।[১]

(রদ্দুল মুখতার, ২/৫৫০) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৭/২৪১)

প্রশ্ন: অনেকেরই ওমরী কাযা অর্থাৎ ফরয নামায বাকি থাকে, তাদের কি ওমরী কাযা পড়া উচিৎ নাকি তারাবীকে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ?

১... আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (ফজরের সুন্নাত) যদি ফরযসহ কাযা হয়ে যায় তবে দাহওয়ায়ে কুবরা (দ্বীপ্রহর) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর কাযা করতে পারবে, এরপর নয় আর যদি ফরয পড়ে নিয়েছে, সুন্নাত ছুটে গেছে, তবে সূর্যোদয়ের পরে তা পড়ে নেয়া মুস্তাহাব, সূর্যোদয়ের পূর্বে জায়িয নেই।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮/১৪৫)

www.dawateislami.net

উত্তর: যদি ওমরী কাযার দায় থাকে তবে একেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু এর অর্থ মোটেই এমন নয় যে, ওমরী কাযার কারণে তারাবী নামায বা অন্যান্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ছেড়ে দিবে। আর ওমরী কাযা রমযানেই আদায় করা জরুরী নয়, রমযান ব্যতীত সারা বছর ওমরী কাযা আদায় করা যেতে পারে। এর জন্য তারাবী নামায ছেড়ে দেয়া কোনভাবেই অনুমতি হবে না। মুসলমানের উচিৎ যে, তারা নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে নিজের দায়ে থাকা ওমরী কাযা আদায় করা এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ও তারাবী নামাযও পড়া। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৬/২৪১)**

প্রশ্ন: গর্ভবতী মহিলারা কি তাদের কাযা নামায বসে বসে পড়তে পারবে?

উত্তর: গর্ভবতীর মাসআলা খুবই জটিল, শুধু গর্ভবতী হওয়ার কারণে বসে নামায পড়ার অনুমতি পাওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, যদি তার উপর সত্যিকার অর্থে সিজদা রহিত হয়ে যায়, তবে তার উপর কিয়ামও রহিত হয়ে যাবে। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/১৬৪)** এখন তার বসে নামায পড়ার অনুমতি হবে।

www.dawateislami.net

অতঃপর এই অবস্থায় সে তার কাযা নামাযও যদি বসে বসে পড়ে তবে তাও আদায় হয়ে যাবে।[১]

(দুররে মুখতার, ২/৬৫০) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৬/৩৮২)

প্রশ্ন: মুর্শিদের শহরটি অনেক বড় একটি শহর, এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেতে এক দেড় ঘণ্টা লেগে যায়, মাঝে মাঝে কোনো জায়গায় পৌঁছনোর তাড়া থাকে, তখন যোহরের নামায কাযা হয়ে যায়। এমন সফরের কারণে যোহরের নামায কি কসর করা যাবে?

উত্তর: কসরের নামায পড়ার জন্য শরয়ী সফর হওয়া জরুরী[২] আর একই শহরে আসা-যাওয়া শরয়ী সফর নয়। অতএব এতে পূর্ণ নামাযই পড়তে হবে। তবে হ্যাঁ! যদি কেউ কোনো শহরে মুসাফির হয় এবং সেখানে ১৫ দিনের কম সময় অবস্থান করে, তবে সে শরয়ী মুসাফির হবে। এখন সে নামায কসর করতে পারবে। কিন্তু এই শহরেরই মুকীম এবং

১... আরো বিস্তারিত জানার জন্য "চেয়ারে নামায পড়ার বিধান" পুস্তিকা অধ্যয়ন করুন।

২... শরয়ী মুসাফির হলো সেই ব্যক্তি, যে তিনদিনের পথ (অর্থাৎ প্রায় ৯২ কিলোমিটার) পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছায় বসতি থেকে বাইরে বের হয়েছে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৪০, ৪র্থ অংশ)

www.dawateislami.net

এখানে অবস্থানকালীন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সফর করে, তবে সে শরয়ী মুসাফির নয়, অতএব কসরের নামায পড়তে পারবে না। প্রশ্নকারী যোহরের নামাযের ব্যাপারে বলেন, তো এক্ষেত্রে আরয হলো যে, যোহরের নামাযের ক্ষেত্রে সময় অনেক বেশি হয়ে থাকে। যদি সফরে ঘন্ট দেড় ঘণ্টা বা দুই তিন ঘণ্টাও লাগে, তবুও এতটুকু সময় থাকে যে, যোহরের নামায পড়ে নিতে পারবে, নামায কাযা হওয়ার অবকাশ নেই। তবে হ্যাঁ! যদি সফরের জন্য বাসে সাড়ে চারটায় বসলো এবং যোহরের সময় পাঁচটায় শেষ হবে, তবে নিশ্চিত যে, যোহর কাযা হয়ে যাবে। অতএব তার উচিৎ যে, প্রথমে যোহরের নামায পড়া অতঃপর যাত্রা শুরু করা। যখনই সফর করবে তখন এর জন্য ঐ সময় নির্বাচন করুন যাতে কোনো নামাযের সময় না আসে। তবে ট্রেনে নামাযের সময় হয়ে হয়ে গেলে তবে ট্রেনেও নামায পড়া যাবে, কিন্তু এর মাসআলা ভিন্ন।[১] মনে রাখবেন! নামায ফরয, তা ছাড়া যাবে না। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/২৮৬)**

১... আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: থেমে থাকা ট্রেনে সব নামায জায়িয এবং চলন্ত ট্রেনে ফজরের সুন্নাত ব্যতীত সকল সুন্নাত ও নফল জায়িয, কিন্তু ফরয ও বিতর বা ফজরের ☞

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: অনেকে আসর ও মাগরিবের সামান্য সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আসর ও মাগরিবের নামায কাযা হয়ে গেছে মনে করে, যদি কেউ তাদেরকে বুঝায় যে, এখনো নামাযের সময় অবশিষ্ট আছে তখন তারা মানে না, এমন লোকদের কিভাবে বুঝানো যায়?

উত্তর: জ্ঞানের অভাব। বিশেষকরে মাগরিবের পর একটু দেরি হলেই, লোকেরা এভাবে বলে যে, মাগরিবের নামাযের সময় শেষ হয়ে গেছে, অথচ আমাদের দেশে মাগরিবের নামাযের সময় কমপক্ষে এক ঘন্টা আঠারো মিনিট হয়ে থাকে। যদিওবা মাগরিবের নামাযকে বিনা কারণে এতো দেরী করা যে, তারকারাজি কাছাকাছি এসে যায়, মাকরূহ। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৫/১৫৩) এবং শরয়ী অপারগতা ব্যতীত এতক্ষণ দেরী করলে গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৫৩, ৩য় অংশ) কিন্তু নামায কাযা হবে না, কেননা এখানো নামাযের সময় আছে, যদি নামায পড়ে তবে আদায়ই হবে। নামাযের সময়সূচী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইটেও পাওয়া যায়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৬/৪২৪)

☜ সুন্নাত আদায় হবে না। চেষ্টা করবে যে, থেমে থাকা অবস্থায় পড়ার আর (যদি) দেখা যায় যে, সময় শেষ পর্যায়ে (তবে) পড়ে নিবে এবং যখন (ট্রেন) থামবে তখন তা পুনরায় আদায় করে দিবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৫/১১৩)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: রমযানুল মুবারকে একটি নেকীর সাওয়াব ৭০টি নেকীর সমান পাওয়া যায়, যদি কেউ রমযানুল মুবারকে ওমরী কাযা আদায় করে, তবে কি একটি কাযা নামায পড়াতে ৭০টি কাযা নামায আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর: না। একটি কাযা নামায আদায় করলে তবে একটিই কাযা নামাযই আদায় হবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৭/১৬৬)

প্রশ্ন: কাযা নামায কি বসে বসে পড়া যাবে? তাছাড়া কাযা নামাযে একই সূরার পুনরাবৃত্তি করা কেমন?

উত্তর: কাযা নামাযও দাঁড়িয়ে একইভাবে পড়বে যেভাবে নিয়মিত নামায পড়ে। কেননা কাযা নামাযে ফরয ও ওয়াজিব নামায হয়ে থাকে যাতে কিয়াম করা ফরয। **(হাশিয়াতুত তাহতাভী আলাল মারাকিল ফালাহ, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)** যদি কারো একটিই সূরা মুখস্থ এবং অন্য কোনো সূরা মুখস্থ না থাকে, তবে সে প্রতি রাকাতে একই সূরা পাঠ করবে, অন্যথায় প্রত্যেক রাকাতে ভিন্ন ভিন্ন সুরা পাঠ করবে, কেননা বিনা অপারগতায় ফরয নামাযে একই সুরা পুনরাবৃত্তি করা মাকরুহে তানযীহী।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যদি ই'তিকাফের সময় কারো নামায কাযা হয়ে যায় তবে কি তার ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর: নামায বর্জন করলো তো আসলেই গুরুতর গুনাহ করলো। তবে এতে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে না। তবে হ্যাঁ! যদি কেউ দশ দিনের সুন্নাত ই'তিকাফে রোযা ভঙ্গ করে বা কোনো কারণে ভঙ্গ হয়ে যায় অথবা অসুস্থতার কারণে রোযা ভঙ্গ করা বা ভঙ্গ করতে হয়, তবে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(ফয়যানে রমযান, ২৬৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মৃতব্যক্তির কাযা নামায ও রোযার ফিদিয়া আদায় করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তর: মৃতব্যক্তি যত নামায কাযা করেছে তার হিসেব করবে, এবার যদি সারা জীবন নামায না পড়ে, তবে যখন থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে সেই সময় থেকে হিসাব করতে হবে। এটাও জানা নেই যে, কখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলো, তবে পুরুষের জন্য ১২ বছর এবং মহিলার জন্য ৯ বছর বয়স থেকে হিসেব করবে। এই হিসেব হিজরী সন অনুযায়ী করতে হবে, ইংরেজি সনের হিসেবে নয়, কেননা উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সকল ইসলামী ব্যাপার হিজরী সন অনুযায়ীই

www.dawateislami.net

হিসাব হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানদের হিজরী সনের প্রতি ধ্যানেই নেই। হিজরী সনকে ফারুকী সনও বলা হয়, কেননা আমীরুল মুমিনীন হযরত ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হিজরী সনকে রীতিমতো চালু করেছিলেন। (তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১/৪৭) যদি এক ইসলামী সাল বলা হয়, তাও সঠিক।

যাইহোক মৃতব্যক্তির বয়স হিসেবে এমনভাবেই কাযা নামায ও রোযার হিসেব করবে। হিসেব করার পর যেমন; এক হাজার (১০০০) দিনের কাযা নামায হলো, এখন সাধারণত দৈনিক নামায হয় পাঁচ ওয়াক্ত, কিন্তু বিতরেরও ফিদিয়া দিতে হবে, তাই একদিনের ছয়টি ফিদিয়া হবে। অনুরূপভাবে যেমন; এক হাজার (১০০০) দিনের রোযাও কাযা হলে তবে প্রতিটি রোযারও একটি ফিদিয়া দিতে হবে। তো এভাবে এক হাজার (১০০০) দিনের নামায ও রোযার সাত হাজার (৭০০০০) ফিদিয়া আসবে। এখন একটি ফিদিয়ার পরিমাণ হলো একটি সদকায়ে ফিতরের সমপরিমাণ, যা আমরা রমযানুল মুবারকে দিয়ে থাকি, যেমন; এই বছর (১৪৩৯ হিজরী/ ২০১৮ সালে) একটি সদকায়ে ফিতরের মূল্য গমের হিসেবে ১০০ টাকা ছিলো, আর খেজুর

www.dawateislami.net

এবং কিশমিশের হিসেবে এর মূল্য আরো বেশি হয়। এখন যদি গমের মূল্যের হিসেবে কোনো গরিবকে সাত হাজার (৭০০০) ফিদিয়ার টাকা দেই, তাহলে তা হবে সত্তর হাজার (৭০,০০০) টাকা। এখন যদি এতো টাকা না থাকে তবে এতে হিলা করারও অবকাশ রয়েছে। যেমন; তার নিকট এক হাজার (১০০০) ফিদিয়ার টাকা আছে, সে ঐ টাকা ফিদিয়া হিসেবে কোন শরয়ী ফকিরকে দিয়ে দিবে, শরয়ী ফকির এই টাকা নিয়ে নেয়ার পর উপহার হিসেবে তাকে ফিরিয়ে দিবে এবং সে নিয়ে নেয়ার পর আবার ঐ শরয়ী ফকিরকে ফিদিয়া হিসেবে ঐ টাকা দিবে, তো এভাবে সাতবার করলে সাত হাজার (৭০০০) টাকার ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। সারা জীবনের রোযার হিসেব করার ক্ষেত্রে যেই যেই রমযান ২৯ দিন হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হবে তবে তা ২৯ দিন হিসেব করবে। আরো বিস্তারিত জানতে, মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত **"কাযা নামাযের পদ্ধতি"** পুস্তিকাটি পড়ুন। এই পুস্তিকাটি মাকতাবাতুল মদীনায় আলাদাভাবেও পাওয়া যায়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/২৪৭)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: সূর্য উদিত হলে ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়, যদি ফজরের নামায পড়তে পড়তে আলোকিত হয়ে যায়, তবে নামায হয়ে কি যাবে?

উত্তর: সূর্যের প্রথম কিরণ বিচ্ছুরিত হওয়ার পূর্বেই ফজরের নামাযের সালাম ফেরানো আবশ্যক, কেননা "ফজরের সময় হলো সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর থেকে সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হওয়া পর্যন্ত।" (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৪৭) অতএব যদি ফজরের নামায পড়তে পড়তে সূর্যের প্রথম কিরণ বিচ্ছুরিত হয়ে যায় তবে এখন আর নামায হবে না, অন্যথায় হয়ে যাবে, কেননা আলো বিচ্ছুরিত হওয়া তো সুবহে সাদিকের সময় থেকেই শুরু হয়ে যায়, অতঃপর তা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এক পর্যায়ে সূর্য উদিত হয়। অনেক সময় আবহাওয়া মেঘলা থাকে এবং সূর্য দেখা যায় না। বরং শুনেছি যে, ইউকে (UK) ইত্যাদি দেশে তো সূর্য খুব কমই দেখা যায়, তো এমন পরিস্থিতিতে নিজ নিজ শহর বা দেশের "নামাযের সময়সূচী" অনুযায়ী নামায আদায় করতে হবেব।[১] (মাসিক ফয়যানে মদীনা, মে ২০১৭ইং, ৮ পৃষ্ঠা)

১... **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তাওকীত বিভাগ দেশ-বিদেশে নামাযের সময়সূচী প্রকাশ করেছে, যা মাকতাবুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়াও সারা বিশ্বের নামাযের সময়সূচী জানতে **দা'ওয়াতে** ☞

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তির উপর জ্বীনের প্রভাব থাকে এবং দীর্ঘক্ষণ যাবৎ বেহুঁশ থাকে, তবে কি তার উপর কাযা নামায পড়া ওয়াজিব?

উত্তর: বাহারে শরীয়তে রয়েছে: পাগলামী বা বেহুঁশ অবস্থা যদি পুরো ছয় ওয়াক্ত পর্যন্ত থাকে, তা জ্বীনের কারণে হোক বা অসুস্থতার কারণে হোক, তবে এই নামাযগুলো কাযাও নেই, যদিওবা বেহুঁশ অবস্থা মানুষ বা হিংস্র প্রাণীর ভয়ে হয় আর এর চেয়ে কম সময় হলে তবে কাযা ওয়াজিব হবে। (দুররে মুখতার, ২/৬৯২। বাহারে শরীয়ত, ১/৭২, ৪র্থ অংশ) অর্থাৎ যদি কোনো মানুষ ভয় দেখায় বা প্রাণীর ভয় পেয়ে বসে অথবা সাপ দেখলো আর সে বেহুঁশ হয়ে গেলো, মোটকথা যে কোনো কারণে বেহুঁশ হলো আর এই অবস্থায় ছয় ওয়াক্ত ফরয নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো, তবে এই নামাযগুলো ক্ষমা হয়ে যাবে। অবশ্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিলো এবং ষষ্ট ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই হুঁশ ফিরে এলো তবে এই ফরয নামাযগুলো পড়তে হবে।

☜ **ইসলামী**র ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে কম্পিউটার, অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোন ইত্যাদির জন্য সফটওয়্যার ডাউনলোডও করতে পারবেন।

www.dawateislami.net

পাগলামি ও বেহুঁশের মধ্যে পার্থক্য

পাগলামি এবং বেহুঁশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যার মাঝে পাগলামি দেখা দেয়, তাকে দৃশ্যত হুঁশে আছে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে সে হুঁশে থাকে না। অনেক সময় এমন ব্যক্তি অযথা গালিগালাজ করে, পাথর ছুঁড়ে মারে, আজেবাজে বকাবকি করতে থাকে এবং তার নিজের পোশাকেরও কোনো খবর থাকে না, তাকে লোকেরা পাগল বলে। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি যে বেহুঁশ হয়েছে, সে তো জাগ্রতই থাকে না, অচেতন অবস্থায় থাকে। উপরে যেই হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, তা উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাগল এবং যে ব্যক্তি বেহুঁশ। (এ ব্যাপারে মুফতী সাহেব বলেন:) জ্বীনেরাও মানুষের মাঝে পাগলামি সৃষ্টি করে দেয়, যার কারণে সে উল্টাপাল্টা আচরণ করে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৮/৩৩৯)**

বিঃদ্রঃ- ৬ পৃষ্ঠার প্রশ্নটি সাপ্তাহিক পুস্তিকা বিভাগ থেকে করা হয়েছে আর এর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ই প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

জুমাতুল বিদার দিন কাযা নামায সম্পর্কে ভুল ধারণা

অনেকে রমযানুল মুবারকের শেষ শুক্রবার জামাআত সহকারে ওমরী কাযা নামায পড়ে থাকে এবং তারা মনে করে যে, সারা জীবনের কাযা এই এক নামাযের মাধ্যমে আদায় হয়ে গেছে, এ ব্যাপারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ছুটে যাওয়া নামাযের কাফফারা স্বরূপ যে পদ্ধতি (ওমরী কাযা) উদ্ভাবন করা হয়েছে, এটি হলো নিকৃষ্ট বিদআত, এ ব্যাপারে যেই রেওয়ায়েত রয়েছে তা বানোয়াট (নিকৃষ্ট), এর উপর আমল করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮/২৫)**

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী

শিশুদের মাঝে প্রাকৃতিকভাবে (অর্থাৎ Natural) একটি স্বভাব থাকে যে, তারা বড়দের অনুকরন (অর্থাৎ তাদের Copy) করে, যদি ঘরে নামাযের পরিবেশ থাকে তবে শিশুরাও নামাযের অনুকরন করবে আর যদি (معاذ الله) নাচ গানের পরিবেশ হয় তবে শিশুরাও নাচ গান করবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের ১২৫টি বাণী, ৬ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫৪০০৫৮৬

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭১৪৭৮৯০২৬

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net,
Web: www.dawateislami.net